দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

আমরা জানি, শিক্ষক স্বল্পতার জন্য শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। এই নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতেই যদি তিন বছর লাগে তাহলে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন, ভাইভাসহ নিয়োগের পূর্ণাঙ্গ কাজ শেষ করতে আরো তিন বছর সময় লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। এভাবেই চলছে আমাদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়; সেই অনুযায়ী চাকরিপ্রার্থীরা আবেদন করলেও এ পর্যন্ত নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ যেন দায়িত্বহীনতার বহিঃপ্রকাশ! আবার গত দু-মাস আগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে ২৯ অক্টোবর ২০১৬। প্রশ্ন হলো, দুই বছর আগের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পরীক্ষা না নিয়ে দু-মাস আগের বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষা নেওয়া হয় কিভাবে? তারপর ২০১৪ সালের ঐ নিয়োগ পরীক্ষা যদি নিতে নাই পারেন তাহলে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি— পরীক্ষার ফি বাবদ আমরা যে টাকা দিয়েছি, দয়া করে তা বিকাশের মাধ্যমে রিটার্ন দিন। বেকার চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে তামাশা করা ঠিক না। মন চাইলে বিজ্ঞপ্তি দেবেন; আবার মন চাইলে বন্ধ করবেন এটা তো হতে পারে না। মাঝখানে শিক্ষক স্বল্পতায় কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটছে। পরিশেষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে বিনীত আবেদন এই যে, চলতি অক্টোবর মাসের মধ্যেই ২০১৪ সালে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্ত করা চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করুন।

মো. মাহবুব আলম মল্লু
ডাঙ্গাপাড়া, ভোজনপুর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়